মণ্ডপে মণ্ডপে প্রতিমা তৈরিতে ব্যস্ত কারিগররা

বছর ঘুরে আবারও আসছে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব শারদীয় দুর্গোৎসব। উৎসবকে ঘিরে মেহেরপুরে চলছে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি। দিন-রাত পরিশ্রম করে প্রতিমা তৈরির কাজে ব্যস্ত সময় পার করছেন কারিগররা। কোথাও মাটির কাজ শেষ পর্যায়ে, আবার কোথাও চলছে প্রতিমায় রং ও সাজসজ্জার কাজ।

এ বছর ১৬ অক্টোবর মহাষষ্ঠীর মধ্য দিয়ে দুর্গাপূজার আনুষ্ঠানিকতা শুরু হয়ে ২১ অক্টোবর বিজয়া দশমীর মধ্য দিয়ে শেষ হবে। দেবীর বোধন ও চণ্ডীপাঠের মধ্য দিয়ে শুরু হবে পূজার আনুষ্ঠানিকতা।

সনাতন ধর্মাবলম্বীদের বিশ্বাস অনুযায়ী, প্রতিবছর ভক্তদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে স্বর্গলোক থেকে মর্ত্যলোকে আসেন দেবী দুর্গা। এবার দেবীর আগমন ঘোটকে এবং গমন নৌকায়। ধর্মীয় বিশ্বাস অনুযায়ী, ঘোটকে আগমন কিছুটা অশুভ হলেও নৌকায় গমন শুভ লক্ষণের প্রতীক।

এবার মেহেরপুরের তিন উপজেলায় মোট ৪৪টি মণ্ডপে দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হবে। এর মধ্যে মেহেরপুর সদর উপজেলায় ১৫টি, গাংনী উপজেলায় ২১টি এবং মুজিবনগর উপজেলায় ৮টি মণ্ডপ রয়েছে।

মণ্ডপগুলোতে ইতোমধ্যে দেবী দুর্গা, সরস্বতী, লক্ষ্মী, গণেশ ও কার্তিকসহ বিভিন্ন প্রতিমা তৈরির কাজ শেষ পর্যায়ে। এখন প্রতিমাগুলোতে রং-তুলির আঁচড় ও সাজসজ্জার কাজ চলছে।

হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা বলেন, দুর্গোৎসব উপলক্ষে প্রতিমা তৈরির কাজ প্রায় শেষ। উৎসবকে ঘিরে তারা নতুন জামাকাপড় কেনা, নাচ-গানসহ নানা আয়োজনের প্রস্তুতি নিচ্ছেন। প্রতিবছরের মতো এবারও আনন্দঘন পরিবেশে দুর্গোৎসব উদযাপনের প্রত্যাশা তাদের।

মেহেরপুর পৌর পূজা উদযাপন কমিটির সভাপতি বিশ্বনাথ সাহা বলেন, প্রতিমা তৈরির কাজ শেষ হয়েছে। এখন রং ও সাজসজ্জার কাজ চলছে। দুর্গোৎসব সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে আমরা প্রস্তুতি নিচ্ছি।

কালীবাড়ি মন্দির কমিটির সাধারণ সম্পাদক

সুভাষ রায় বলেন, প্রতিমাগুলোতে এখন রং করা হবে। দুর্গোৎসবের

মাধ্যমে দেবী দুর্গার কাছে শান্তি ও মঙ্গল কামনা করে প্রার্থনা করবেন তারা।

মেহেরপুর শহরের কালীমন্দিরের পুরোহিত শ্রী তপন কুমার ব্যানার্জী বলেন, এবার দেবীর ঘোটকে আগমন ও নৌকায় গমন। নৌকায় গমনের সময় ফল-ফসল ও শস্যে বসুন্ধরা পূর্ণ হওয়ার বিশ্বাস রয়েছে। আগমন শুভ না হলেও সবাই মিলে দেবী দুর্গার কাছে প্রার্থনা করবেন, যাতে সব অশুভ দূর হয়ে মানুষ শান্তিতে থাকতে পারে।

নায়েববাড়ি মন্দিরের পুরোহিত অধর চৈতন্য দাস বলেন, দুর্গোৎসবকে ঘিরে সবাই মিলে শান্তি ও মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করবেন। দেবীর আশীর্বাদে সমাজ থেকে সব অশুভ দূর হবে এমন প্রত্যাশা তাদের।

জেলা হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের আহ্বায়ক শ্রী মাধব চন্দ্র ভাস্কর বলেন, প্রতিটি মন্দিরের প্রতিমা তৈরির প্রায় ৮০ শতাংশ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এখন চলছে রং ও সাজসজ্জার কাজ। জেলা প্রশাসন, পুলিশ প্রশাসন ও স্থানীয় নেতৃবৃন্দ সহযোগিতা করছেন। আশা করছি, প্রতিবারের মতো এবারও শান্তিপূর্ণভাবে দুর্গোৎসব উদযাপন করতে পারব।

মেহেরপুরের রথযাত্রা; জমিদারের নায়েব থেকে ইস্কনের আয়োজনে

আষাঢ়ের আকাশে মেঘ জমলেই একসময় মেহেরপুরের বহু মানুষের মনে উৎসবের আমেজ নেমে আসত। শঙ্খধ্বনি, খোল-করতালের তালে কাঠের বিশাল রথ এগিয়ে যেত কাঁচা-পাকা পথ ধরে। রথের মোটা দড়িতে একসঙ্গে হাত রাখতেন শত শত মানুষ। রথমেলায় ভিড় করত আশপাশের গ্রামের মানুষ। শিশুদের হাতে বাঁশির সুর, মাটির পুতুল, বাতাসা আর জিলাপির গন্ধে মুখর থাকত চারপাশ।

মেহেরপুরে রথযাত্রা শুধু একটি ধর্মীয় উৎসব ছিল না; এটি ছিল সম্প্রীতি, লোকসংস্কৃতি ও জনজীবনের এক প্রাণবন্ত মিলনমেলা। সময়ের সঙ্গে এর আয়োজক বদলেছে, স্থান বদলেছে, রথের রূপ বদলেছে।

কিন্তু বদলায়নি মানুষের আবেগ।

স্থানীয় প্রবীণদের ভাষ্য অনুযায়ী, জমিদারি শাসনামলে মেহেরপুরের জমিদার চন্দ্রগুপ্ত মল্লিকের নায়েবরাই রথযাত্রার আয়োজন করতেন। নায়েবদের তত্ত্বাবধানেই রথ বের হতো এবং সেই আয়োজনকে ঘিরে বসত বিশাল মেলা। যদিও এ বিষয়ে লিখিত নথি খুব কম, তবু লোকস্মৃতিতে সেই ইতিহাস আজও জীবন্ত।

স্বাধীনতার পর দীর্ঘ সময় পর্যন্ত মেহেরপুর শহরের নায়েববাড়ি মাঠ থেকেই কাঠের তৈরি রথ বের হতো। রথে থাকত জগন্নাথদেবের ছবি এবং রথের ওপর অবস্থান করতেন প্রয়াত রমেন্দ্র্রনাথ চক্রবর্তী (রমেন ঠাকুর)। মোটা দড়িতে টান দিতেন হিন্দু-মুসলিমসহ সব ধর্ম-বর্ণের মানুষ। রথযাত্রার দিন ধর্মীয় পরিচয়ের চেয়ে বড় হয়ে উঠত উৎসবের আনন্দ।

শিশুদের কোলাহল, খোল-করতালের ধ্বনি আর মানুষের ঢলে মুখর হয়ে উঠত শহর। রমেন্দ্র্রনাথ চক্রবর্তীকে ঘিরে আজও মজার একটি গল্প প্রচলিত আছে। তিনি ছিলেন অত্যন্ত মিতব্যয়ী। বাজারে গিয়ে আলু, বেগুন, পটল বা অন্য সবজি কিনতে দামদর করতেন।

ওজনের পর বিক্রেতার কাছ থেকে একটি-দুটি সবজি ‘ফাও’ নিতেন। পরে দাম দেওয়ার সময় ইচ্ছে করে দু-এক পয়সা কম দিতেন। বিক্রেতা তখন মূল সবজি ফেরত নিলেও তিনি হাসিমুখে বলতেন, ‘ফাও তো আমার প্রাপ্য, সেটা আর ফেরত দেব না।’ তাঁর এই কৃপণতার গল্প এখনও প্রবীণদের আড্ডায় ফিরে আসে।

অথচ এই মানুষটিই প্রতিবছর রথযাত্রার বড় একটি ব্যয়ভার বহন করতেন। ব্যক্তিগত জীবনের মিতব্যয়িতা আর জনকল্যাণে উদারতার এই বৈপরীত্য তাঁকে আজও স্মরণীয় করে রেখেছে। রথযাত্রাকে ঘিরে নায়েববাড়ি প্রাঙ্গণে নব্বইয়ের দশক পর্যন্ত জমজমাট মেলা বসত। সেখানে মাটির খেলনা, কাঁচের চুড়ি, মিষ্টি, নাগরদোলা ও নানা ধরনের দোকানে মানুষের ভিড় লেগে থাকত। পরে মেলার স্থান পরিবর্তন হয়ে সিদ্ধেশ্বরী কালীমন্দির এলাকায় চলে যায়।

আর ২০০৪ সাল থেকে আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ (ইসকন)-এর নেতৃত্বে মেহেরপুর শহরের হরিসভা মন্দির থেকে নিয়মিত রথযাত্রা বের হয়ে আসছে। ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতা বজায় থাকলেও সময়ের সঙ্গে এর আয়োজনের ধরনে এসেছে পরিবর্তন। আমি নিজেই স্বাধীনতাপূর্ব এবং পরবর্তী সময় প্রায় প্রতি বছরই এই রথমেলায় উপস্থিত থাকার ভাগ্যবান

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

অনুষ্ঠিত

আনন্দ-উৎসাহের মধ্য দিয়ে কোটচাঁদপুরে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের অন্যতম প্রাচীন ধর্মীয় উৎসব শ্রীশ্রী জগন্নাথদেবের রথযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৃহস্পতিবার সকাল থেকে রথযাত্রার আনুষ্ঠানিকতা শুরু হয়ে দিনব্যাপী নানা কর্মসূচি পালিত হয়।

জানা যায়, পুরীর শ্রীশ্রী জগন্নাথদেবের মন্দির থেকে এ রথযাত্রার প্রচলন। সনাতন ধর্মাবলম্বীরা শ্রীকৃষ্ণ, বলরাম ও শুভদ্রার গুন্ডিচা বা মাসির বাড়িতে গমন এবং পুনরায় ফিরে আসার স্মরণে প্রতিবছর রথ উৎসব পালন করে থাকেন। এরই ধারাবাহিকতায় কোটচাঁদপুরের সলেমানপুর শ্রীশ্রী জগন্নাথদেবের মন্দিরেও গত দুই বছর ধরে এ রথ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে।

এ উপলক্ষে বৃহস্পতিবার সকাল থেকে জগন্নাথদেবের ভক্তরা স্থানীয় মন্দিরে জড়ো হন। সেখানে রথ টানা, কীর্তন ও প্রসাদ বিতরণসহ বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

এদিকে রথযাত্রা থেকে উল্টো রথ পর্যন্ত টানা আট দিন ধরে জগন্নাথদেবের মন্দিরে নানা ধর্মীয় অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে। এছাড়া রথযাত্রাকে আরও প্রাণবন্ত করে তুলতে বিভিন্ন ধরনের রাইড ও দোকানপাটেরও ব্যবস্থা করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার সকালে আনুষ্ঠানিকভাবে রথ টানা হয়। এ সময় উপস্থিত ছিলেন রথ উৎসব কমিটির সভাপতি মহিন্দ্র শর্মা, সাধারণ সম্পাদক বাঁধন শাহ, সাবেক সাধারণ সম্পাদক রবীন্দ্রনাথ রায়, পল্লী চিকিৎসক শিবপদ বিশ্বাসসহ রথ উৎসব কমিটির নেতৃবৃন্দ।

কালীগঞ্জে ধর্ম নিয়ে কটূক্তির অভিযোগে এক যুবক আটক

ইসলাম ধর্ম নিয়ে কটূক্তির অভিযোগে ঝিনাইদহের কালীগঞ্জে প্রশান্ত

কুমার দাস (৪৮) নামে সনাতন ধর্মাবলম্বী এক যুবককে আটক করেছে কালীগঞ্জ থানা পুলিশ। প্রশান্ত কালীগঞ্জ শহরের কলেজপাড়া এলাকার মৃত ননী গোপাল দাসের ছেলে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, রোববার (২৮ জুন) বেলা ১২ টার দিকে শহরের কলেজ রোডে সুবোধ দেবনাথের তন্ময় স্টোর নামে একটি চায়ের দোকানে কয়েকজন ব্যক্তি বসে চা পান ও বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করছিলেন। এ সময় উপস্থিত একজন বলেন, ইসলাম শান্তির ধর্ম।

এসময় প্রশান্ত কুমার দাস ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে মুখ খিস্তি করে আপত্তিকর মন্তব্য করেন বলে জানা যায়, এতে সেখানে উপস্থিত কয়েকজন মুসলিম প্রতিবাদ জানালে তিনি দ্রুত স্থান ত্যাগ করে বাড়িতে চলে যায়।

পরে বিষয়টি পুলিশকে জানানো হলে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি এড়াতে পুলিশ তার বাড়িতে গিয়ে তাকে থানায় নিয়ে আসে। ঘটনার পর এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে।

প্রত্যক্ষদর্শী এরশাদ ও আরিফ হোসেন বলেন, তারা চায়ের দোকানে বসে চা পান ও গল্প করছিলেন। এ সময় প্রশান্ত কুমার দাস ইসলাম ধর্ম নিয়ে আপত্তিকর মন্তব্য করেন। তারা এর প্রতিবাদ করলে তিনি দ্রুত সেখান থেকে চলে যায়। পরে পুলিশ এসে তাকে জিঞ্জাসাবাদেও জন্য জন্য থানায় নিয়ে যায।

কালীগঞ্জ থানার সেকেন্ড অফিসার এসআই মনিরুজ্জামান বলেন, ইসলাম ধর্ম নিয়ে কটূক্তির অভিযোগ পাওয়ার পর প্রশান্ত কুমার দাসকে থানায় আনা হয়েছে। অভিযোগটি তদন্ত করে সত্যতা পাওয়া গেলে তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। ঘটনার বিষয়ে তদন্ত চলছে এবং পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে এলাকায় নজরদারি বাড়ানো হয়েছে।

ঝিনাইদহ ২ আসনে সনাতনী

ভোটারদের ভোটকেন্দ্রে না যাওয়ার ঘোষণা

ঝিনাইদহ ও হরিণাকুণ্ডু এলাকার ৫৭ হাজার সনাতনী ভোটার ভোটকেন্দ্রে না যাওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। বুধবার (২৬ নভেম্বর) দুপুরে ঝিনাইদহ শহরের একটি রেস্টুরেন্টে ঝিনাইদহ-২ নির্বাচনী এলাকার ১১০টি পূজা মন্দির কমিটিসহ চারটি সনাতনী সংগঠন যৌথ এক সংবাদ সম্মেলনে এই ঘোষণা দেন।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন, বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিষ্টান ঐক্য পরিষদের জেলা আহ্বায়ক চন্দন বসু মুক্ত। সংবাদ সম্মেলনে বলা হয়, গত ৫ আগস্ট ২০২৪ এর পর থেকে ঝিনাইদহ জেলার সার্বিক পরিস্থিতি অত্যন্ত স্থিতিশীল ও শান্তিপূর্ণ এবং সনাতনী সম্প্রদায় ঝিনাইদহ-২ নির্বাচনী এলাকায় নির্ভয়ে ও নিরাপদে বসবাস করছে। বিগত দুই বছর আমাদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব, দুর্গাপূজা, অত্যন্ত আনন্দঘন পরিবেশে এবং কোনো প্রকার আতঙ্ক ছাড়াই উদযাপিত হয়েছে। হিন্দু সম্প্রদায়ের পাশে থেকে সনাতনীদের ধর্মীয়, সামাজিক, পারিবারিক ও ব্যবসায়িকসহ সকল কার্যক্রম নিরাপত্তার সাথে দেখভাল ও সার্বক্ষণিক পাশে থেকে ভ্যানগার্ডের দায়িত্ব পালন করছেন যে মানুষটি, তিনি হলেন ঝিনাইদহ জেলা বিএনপির সংগ্রামী সভাপতি অ্যাডঃ এম এ মজিদ। তাঁর আন্তরিক সহযোগিতা ও সহায়তা সনাতনী সমাজের লোকদের মাঝে একটা আস্থা ও বিশ্বাসের জায়গা তৈরি হয়েছে। তাই আগামী নির্বাচনে ঝিনাইদহ-২ আসনে জেলা বিএনপির সভাপতি অ্যাড এম এ মজিদকে মনোনয়ন না দিলে ঝিনাইদহ ও হরিণাকুণ্ডু এলাকার ৫৭ হাজার সনাতনী ভোটার ভোটকেন্দ্রে না যাওয়ার হুঁশিয়ারি দেন তারা।

ঝিনাইদহের সনাতনীরা বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানকে উদ্দেশ্য করে সংবাদ সম্মেলনে বলেন, ঝিনাইদহ জেলা বিএনপির সভাপতি অ্যাড এম এ মজিদ নির্যাতিত নেতাকর্মীদের আলোকবর্তিকা। তিনি নিজেও ফ্যাসিস্ট দ্বারা নির্যাতিত। তাঁর বাসাবাড়ি ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করা হয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে অগণিত মামলা ছিল। এত কিছু পরেও তিনি নিজ দলের নেতাকর্মী ও সনাতনীদের আগলে রেখেছেন পরম মমতা দিয়ে। তাঁর এই অবদান সনাতনীরা অস্বীকার করে না। তিনি জেলা, উপজেলা, শহর, গ্রাম ও ইউনিয়নের নেতাকর্মীদের নিয়মিত খোঁজখবর নেওয়ার পাশাপাশি সাধ্যমতো তাদের আর্থিক সহায়তা দিয়ে অভিভাবকের দায়িত্ব পালন করে গেছেন। ফলে তাকে মনোনয়ন না দিলে ঝিনাইদহ ও

হরিণাকুণ্ডু এলাকার ৫৭ হাজার সনাতনী সম্প্রদায়ের ভোটার ভোটকেন্দ্রে যাওয়া থেকে বিরত থাকবেন বলে ঘোষণা দেন।

মেহেরপুরে এক জনগোষ্ঠীর নীরব প্রস্থান

একসময় মেহেরপুর জেলার প্রায় প্রতিটি গ্রামেই ছিল শঙ্খধ্বনি, উলুধ্বনি আর আরতির আলো। আজ সেই দৃশ্য ক্রমে মিলিয়ে গেছে।

দেশভাগের আট দশক পেরিয়ে মেহেরপুর এখন প্রায় হিন্দুশূন্য জেলা হতে চলেছে- এমনটাই বলছেন স্থানীয় ইতিহাসবিদ ও সমাজ গবেষকেরা এবং বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) প্রতিবেদনে এমনটা দেখা যায়।

জেলা প্রশাসনের ও জেলা পরিসংখ্যান অফিসের তথ্যানুযায়ী, বর্তমানে মেহেরপুরে মোট ২৫৯টি গ্রাম রয়েছে। এর মধ্যে ১৪৯টি গ্রাম এখন সম্পূর্ণ মুসলিম অধ্যুষিত। একটি হিন্দু পরিবারও নেই। ১৯৮১ সালের আদমশুমারিতে জেলার মোট জনসংখ্যা ছিল ৪ লাখ ৪১ হাজার ৭২৭ জন, যার মধ্যে হিন্দু সম্প্রদায়ের সংখ্যা ছিল মাত্র ১.৬৪ শতাংশ।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস), আদমশুমারি ১৯৮১, ২০১১ ও ২০২২, মেহেরপুর জেলা প্রশাসন, ২০২৪ সালের গ্রাম তালিকা অনুযায়ী, জেলার জনসংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ বেড়ে গেলেও হিন্দু জনগোষ্ঠীর অংশ নেমে আসে ১.০৭ শতাংশে। অর্থাৎ, সংখ্যার হিসেবে তেমন পরিবর্তন হয়নি, কিন্তু অনুপাতে হ্রাসটি উদ্বেগজনক। দেশভাগের পর থেকেই সীমান্তবর্তী জেলা হওয়ায় মেহেরপুরের বহু হিন্দু পরিবার পাড়ি জমায় পশ্চিমবঙ্গে। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়েও সেই ধারা অব্যাহত থাকে।

সদর উপজেলার উজ্জলপুর গ্রামে সনাতন ধর্মের মানুষের বসবাস ছিল ৮০ শতাংশ। দেশভাগের পর অন্নদা পন্ডিত ও প্রমথনাথ ছাড়া একে একে সকলেই পশ্চিম বাংলায় চলে যায়। অন্নদা পন্ডিতসহ পরিবারের সকলেই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলে সর্বশেষ চলে যান প্রমথ নাথ। সদর উপজেলার গোভিপুর গ্রামের শংকর বিশ্বাস বলেন- স্বাধনিতা পরবর্তীতেও

আমাদের গ্রামে ত্রিশ-চল্লিশটি হিন্দু পরিবার ছিল, এখন গোটাতিনেক পরিবারের বসবাস। নাম প্রকাশে আপত্তি জানিয়ে একজন বলেন-ছেলেমেয়েরা সবাই ওপারে চলে গেছে। পৈত্রিক ভিটা আঁকড়ে আছি বুড়া- বুড়ি। তবে ওপারে গিয়ে ছেলে মেয়েরা ভালো নাই।

ইতিহাসবিদ আবদুল্লাহ আল আমিন জানান- দেশভাগের পর থেকে ৭১-এর যুদ্ধ, এরপর সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণে মেহেরপুরের হিন্দু জনগোষ্ঠী ধীরে ধীরে প্রান্তিক হয়ে পড়ে। বিভিন্ন কারণে অনেকেই পারিবারিকভাবে ভারতে চলে যান।

শহর ও গ্রাম- উভয় স্থানেই এর প্রভাব স্পষ্ট। এক সময় মেহেরপুর শহরের বড়বাজার, কাঁঠালতলা, পাড়াগাঁও ও গাংনী বাজারে দুর্গাপূজা ও কালীপূজার জাঁকজমক থাকত। এখন সেই পূজামণ্ডপগুলোর অনেকগুলোই পরিত্যক্ত।

জমিদারী শাসনামলে মেহেরপরের জমিদার চন্দ্রগুপ্ত মল্লিক ও তার নায়েব এর বাড়িতে শারদীয় দুর্গা পূজা হতো প্রতিযোগিতা করে। জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সবধরণের মানুষ সেই উৎসব উপভোগ করতো। এখন মল্লিক বাড়ির পূজা মন্ডপ ভগ্নদশা। ভগ্নপ্রা নায়েব বাড়ি সংস্কার করে সেখানে সনাতন ধর্মের মানুষ ২০১১ সাল থেকে শারদীয়া দূর্গোৎসব করে আসছে।

স্থানীয় পূজা উদ্যাপন পরিষদের আহবায়ক সনজিৎ পাল বাপ্পি বলেন-একটা সময় জেলা শহরে মল্লিক বাড়ি আর মূখার্জী পাড়ায় পূজা হতো। ১৯ শতক থেকে রাষ্ট্রিয় পৃষ্ঠপোষকতা থাকায় জেলায় ৪০ থেকে ৪৫টি স্থানে পূজা হলেও তাতে প্রাণ নাই হিন্দ পরিবার হ্রাস পাবার কারণে। ফলে সাংস্কৃতিক উৎসবের আবহ হারিয়ে গেছে। মন্দিরগুলো এখন শুধু স্মৃতিচিহ্ন। নতুন প্রজন্ম জানেই না- এই ঘরগুলোর ভেতরে একসময় ধর্মীয় গান, আলোকসজ্জা আর মিলনমেলার আয়োজন হতো।

গবেষকরা মনে করেন, জমিজমা হারানো, উত্তরাধিকারসূত্রে সম্পদ রক্ষা নিয়ে জটিলতা, এবং পারিবারিক সংযোগের অভাব এই হ্রাসের অন্যতম কারণ। মেহেরপুরের এক সমাজবিজ্ঞানী বলেন- যখন একটি সম্প্রদায়ের সদস্যরা ক্রমাগত প্রবাসে চলে যায়, তখন তাদের সামাজিক শেকড় দুর্বল হয়ে পড়ে। একসময় পুরো গ্রামই খালি হয়ে যায়- এটিই ‘ডেমোগ্রাফিক সাইলেন্স’।

মেহেরপুর জেলা গঠনের আগে ও পরে এই অঞ্চল ছিল নদী ও ব্যবসার প্রাণকেন্দ্র। ব্রিটিশ আমলেই এখানে হিন্দু ব্যবসায়ী ও শিক্ষিত

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

চড়ে।

সনাতন ধর্মাবলম্বীদের বিশ্বাস, মানুষের মনের অসুরিক প্রবৃত্তি, কাম, ক্রোধ, হিংসা, লালসা বিসর্জন দেওয়াই বিজয়া দশমীর মূল তাৎপর্য। এসব প্রবৃত্তি বিসর্জন দিয়ে একে অন্যের সঙ্গে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠা করাই এ আয়োজনের উদ্দেশ্য।

দুর্গার বিদায়ের আগে মন্ডপে মন্ডপে সিঁদুর খেলায় মেতে উঠে পুরুষ-নারীরা। দেবীর চরণের সিঁদুর নিয়ে নিজেদের রাঙিয়ে তুলছিলেন তারা। শাস্ত্রমতে, স্বামীর মঙ্গল কামনায় দশমীর দিন নারীরা দেবী দুর্গার সিঁথিতে দেওয়া সিঁদুর নিজের সিঁথিতে লাগিয়ে আশীর্বাদ নেন। পান ও মিষ্টি নিয়ে দুর্গা মাকে সিঁদুর ছোঁয়ানোর পর একে অপরকে সিঁদুর লাগিয়ে দেন তারা। সিঁদুর খেলা শেষে শেষবারের মতো দেবীর আরাধনা করেন তারা।

দর্শনা মাথাভাঙ্গা নদীতে ৬ টি প্রতিমা বিসর্জনের মধ্য দিয়ে শেষ করে বিজয়া দশমী। দশর্না হরিজন পূজা মন্ডপ, পুরাতন বাজার পূজা মন্ডপ, কেরুজ পূজা মন্ডম, রামনগর দাসপাড়া ও আদিবাসী পাড়া এবং পারককৃষ্নপুর পূজা মন্ডপ জাঁকজমক পূর্নভাবে মাথাভাঙ্গা নদীতে বিসর্জন দেয়।

সময় ভক্তরা ঢোলের তালে তালে প্রতিমা বিসর্জনের মধ্যে দিয়ে শেষ করে হিন্দু সম্প্রদায়ের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় দূর্গা উৎসব।

দামুড়হুদায় শান্তিপূর্ণভাবে শারদীয় দুর্গাপূজা উদযাপন ও প্রতিমা বিসর্জন সম্পন্ন

দামুড়হুদা উপজেলায় শারদীয় দুর্গাপূজা শেষে শান্তিপূর্ণভাবে সবগুলো প্রতিমা বিসর্জন সম্পূর্ণ হয়েছে।

বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার দিকে দুর্গা পূজার শেষের দিন

চেয়ারম্যান নিজাম উদ্দিন বলেন, স্বতঃস্ফূর্তভাবে পূজা উদযাপন করেছে হিন্দু ধর্মাবলম্বী মানুষগুলী। আমার জানামতে কোথাও কোনো অপৃতিকর ঘটনা ঘটেনি।

দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি হুমায়ুন কবির বলেন, প্রতিমা তৈরীর পর থেকেই আমরা সার্বক্ষণিক নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে আমরা নজরদারিতে রেখেছিলাম যাতে কোথাও কোনো আপত্তিকর ঘটনা না ঘটে। সেই লক্ষ্যে আজ শান্তি শৃঙ্খলার মধ্য দিয়ে হিন্দু ধর্মের মানুষগুলো তাদের প্রতিমা বিসর্জন দিয়েছে। কোনো আপত্তিকর ঘটনা ছাড়াই দামুড়হুদায় খুব সুন্দর ভাবে ১৩ টি প্রতিমা বিসর্জন দিয়েছেন।

প্রতিমা বিসর্জনের মধ্য দিয়ে মেহেরপুরে শেষ হয়েছে দুর্গাপূজা

ঢাকের বাদ্য আর আবীর খেলার মধ্য দিয়ে মেহেরপুরে বিসর্জন হয়েছে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের সবচেয়ে বড় উৎসব শারদীয় দুর্গাপূজা। মহালয়ার মধ্য দিয়ে মণ্ডপে মণ্ডপে এই পূজার উৎসব শুরু হয়েছিল।

বৃহস্পতিবার (২ অক্টোবর) সকালে বিজয়া দশমীতে বিহিত পূজা ও দর্পণ বিসর্জনের মাধ্যমে সমাপ্তি হলো দুর্গাপূজার। বিকেল থেকে শুরু হয় প্রতিমা বিসর্জন। প্রতিমা বিসর্জনকে কেন্দ্র করে যেন কোনো বিশৃঙ্খলা বা দুর্ঘটনা না ঘটে, সে জন্য যথাযথ ব্যবস্থা ছিল মেহেরপুর জেলা প্রশাসন ও পুলিশ।

বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় মেহেরপুর শহরের শ্রী শ্রী সিদ্ধেশ্বরী কালী মন্দির, নায়েববাড়ি মন্দির, হরিসভা মন্দির, বকুলতলা পূজা মন্দির, হরিজন বালক পূজা মন্দির, সদর উপজেলার গোভীপুর বায়পাড়া দুর্গা মণ্ডপ, গোভীপুর দাসপাড়া দুর্গা পূজা, বামনপাড়া সর্বজনীন কালী মন্দির, পিরোজপুর দুর্গা মন্দির, পিরোজপুর কালীমাতা দাসপাড়া মন্দির, মুজিবনগর উপজেলার মহাজনপুর সার্বজনীন দুর্গা মন্দির,

বাবুপুর সার্বজনীন দুর্গা মন্দির, কোমরপুর সার্বজনীন দুর্গা মন্দির, মোনাখালী পূজা মণ্ডপ, রতনপুর দাসপাড়া পূজা মণ্ডপ, বল্লভপুর পূজা মণ্ডপ, এবং দারিয়াপুর পূজা মণ্ডপ মেহেরপুর ভৈরব নদে বিসর্জন দেওয়া হয়। এছাড়াও গাংনীতে কাজলা নদে বিভিন্ন মণ্ডপের প্রতিমা বিসর্জন করা হয়।

উল্লেখ্য, মেহেরপুর জেলায় মোট ৩৯টি মণ্ডপে দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয়। এর মধ্যে মেহেরপুর সদর উপজেলায় ১৪টি, গাংনীতে ১৮টি এবং মুজিবনগর উপজেলায় ৭টি মণ্ডপ ছিল।

কোনো ধরনের বিশৃঙ্খলা ছাড়াই শান্তিপূর্ণ পরিবেশে দুর্গাপূজা সম্পন্ন হওয়ায় মেহেরপুর জেলা পূজা উদযাপন কমিটির পক্ষ থেকে জেলা বাসী ও জেলা প্রশাসনসহ আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছে।

আজ বিসর্জনের মধ্য দিয়ে শেষ হবে শারদীয় দুর্গোৎসব

আজ বিজয়া দশমী। প্রতিমা বিসর্জনের মধ্যদিয়ে আনুষ্ঠানিক সমাপ্তি ঘটবে ৫ দিনের সনাতন ধর্মাবলম্বীদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসবের। তাই, মণ্ডপে মণ্ডপে এখন বাজছে বিদায়ের ঘণ্টা। আজ সকালে হবে দশমীর বিহিত পূজা। পূজা শেষে হবে দর্পণ ও বিসর্জন। এদিন দেবী মর্ত্য ছেড়ে কৈলাশে ফিরে যাবেন দোলায় চড়ে। সনাতন ধর্মাবলম্বীদের বিশ্বাস, মানুষের মনের অসুরিক প্রবৃত্তি, কাম, ক্রোধ, হিংসা, লালসা বিসর্জন দেয়াই মূলত বিজয়া দশমীর মূল তাৎপর্য। এ প্রবৃত্তিগুলোকে বিসর্জন দিয়ে একে অন্যের সঙ্গে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠা করাই এ আয়োজনের উদ্দেশ্য।

বাংলাদেশ পূজা উদ্যাপন পরিষদের তথ্যমতে, এ বছর সারা দেশে ৩৩ হাজার ৩৫৫টি পূজামণ্ডপ হয়েছে। এর মধ্যে রাজধানীতে মণ্ডপ হয়েছে ২৫৯টি। বিজয়া দশমীতে সকালে দর্পণ বিসর্জনের পর থেকে শুরু হবে দেশব্যাপী প্রতিমা বিসর্জনের প্রস্তুতি। প্রত্যেকে নিজ নিজ জেলায়

সীমান্তবর্তী এলাকার বাইরে রয়েছে ১ হাজার ৪৫৩টি মণ্ডপ।